স্বামীজী রোভার ক্রু

দিশারী

মে ২০২১ | বর্ষ ১ সংখ্যা ১

ছোট গল্প
কবিতা
আঁকা
ফটোগ্রাফি

সত্যজিৎ রায় ১০০

স্কাউট কথা

সমাচার

প্রচ্ছদ: সাগ্নিক কুণ্ডু

পরিকল্পনায়: রনজয় দাস ও তন্ময় সেনগুপ্ত

সহযোগিতায়: চন্দন জানা, শুভদীপ মুখার্জি ও অভিরূপ রায়

রোভার ক্রূ-র এক প্রজেক্টের জন্যে হাজির হয়েছিলাম বিশিষ্ট লেখক তথা নন্টে ও ফন্টে , বাঁটুল দি গ্রেট এর আবিস্কর্তা শ্রী নারায়ণ দেবনাথের বাসভবনে। উনি আমাদের শুভেচ্ছাবার্তা দেন তাঁর প্রিয় বাঁটুল চরিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। আমরা নারায়ণ বাবুকে ধন্যবাদ জানাই ও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

সম্পাদকীয়

স্কাউটরা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ও নানান অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির সন্ধানে আগ্রহী। তারা কখনই থেমে থাকে না, তাদের উদ্দাম শক্তি এক নতুন 'দিগন্ত'- এর হাতছানি দেয়। বর্তমানে ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে স্বামীজী রোভার ক্রু-র ই-ম্যাগাজিন নিয়ে আমরা হাজির হলাম আপনাদের দরজায়। প্রথম ম্যাগাজিন এর থিম হিসেবে আমরা 'সত্যজিৎ রায়' এর জন্মশতবর্ষকেই বেছে নিলাম। ১৯২১ সালের ২রা মে বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন সিনেমা দর্শকের মনে এক অভিনব মাত্রার সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র সিনেমা দিয়েই নয় তাঁর লেখা, তাঁর আঁকা ছবি ও তাঁর বিভিন্ন গল্প পাঠকমহলে সাহিত্য তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত এই ব্যক্তিত্ব ভারত বর্ষ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমাদৃত।এই ডিজিটাল যুগে সাহিত্য চেতনা বাড়িয়ে তুলতে স্বামীজী রোভার ক্রু ই-ম্যাগাজিনের মাধ্যমে নতুন পথ চলা শুরু করবে। শিল্প, শিল্পী ও তাদের শৈল্পিক কার্যের সাথে স্কাউটিং-এর মেলবন্ধন ঘটাবে আমাদের এই ই-ম্যাগাজিন। এইভাবেই সাহিত্যের জয়জয়কার ঘটবে, আর তাতেই লুকিয়ে থাকবে আমাদের এই ম্যাগাজিনের সার্থকতা।

পার্থ নাগ
রোভার স্কাউট লিডার

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে স্বামীজী রোভার ক্রু-র পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই প্রণাম। তাঁর এই জন্মদিবস প্রাক্কালে আমাদের প্রথম ই-ম্যাগাজিন 'দিগন্ত' র আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আপনার আশীর্বাদে আমাদের এই উদ্যোগ সাফল্য লাভ করবে।

ডিজিটাল পেইন্টিং : তন্ময় সেনগুপ্ত

দেখে এলাম সত্যজিৎ-গবেষণা

রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্তা ক্রুজ উপনিবেশের আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ওপর একটা পাঠক্রম পড়াতে আসার আমন্ত্রণ যখন পাই, তখন একটা বিষয়ে কয়েকজন আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন : শোন, মার্কিন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজানা। কাজেই তাদের মনকে আকর্ষণ করার জন্য শুধু বক্তৃতাই যথেষ্ট নয়, কিছু 'Visual Material' ক্লাসে দিতে পারলে বিষয়টা তাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। সান্তা ক্রুজ পৌঁছে বুঝলাম যে, এটা কোনও বড় সমস্যা নয় । কারণ, ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই গ্রন্থাগারে অবস্থিত রয়েছে 'Satyajit Ray Film & Study Collection' (সংক্ষেপে Ray FASC)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই, সারা পশ্চিম দুনিয়াতে এই রকম আর কোনও প্রতিষ্ঠান নেই, এখানকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়েও কোনও সংগ্রহশালা তৈরি হয়নি, যা কেবলমাত্র সত্যজিৎ গবেষণায়ই আত্মমগ্ন। Ray FASC গড়ে উঠেছে ইতিহাসের অধ্যাপক দিলীপ বসুর অনুপ্রেরণায়। এর শুরু সত্যজিৎ রায়ের ৭০ তম জন্মদিনে। সেদিন অধ্যাপক বসু একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন সান্তা ক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাকহেনরি গ্রন্থাগারে। এই প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটি দেখিয়ে তার উপরে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বসু প্রথম Ray FASC -এর প্রস্তাবটি তোলেন। কিন্তু শুরুতেই বাধা। অনুসন্ধান করে দিলিপবাবু খবর পান যে 'ঘরে বাইরে' বাদ দিলে অন্য সবকটি ছবির অবস্থা খুবই খারাপ, এমনকি Library of Congress- এ তখন যে এক ডজন ছবি ছিল তার অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। দিলীপবাবুর আশঙ্কা হয় যে, হয়তো এইভাবে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ছবিই নষ্ট হয়ে যাবে। ক্যালিফোর্নিয়ায় সত্যজিৎ রায়ের কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে উনি তাঁদের কাছে এই উদ্যোগটির কথা জানান।

সালটা ১৯৯১। সত্যজিৎ রায় তখন গুরুতর অসুস্থ। অন্য দিকে তখন চলছে তাঁকে অস্কার দেওয়ার জন্য তোড়জোড়। অস্কার অনুষ্ঠানে দিলীপবাবুর পরিচয় হয় Daniel Taradash- এর সঙ্গে। Taradash রায়ের ছবির ভক্ত, অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স-এর প্রাক্তন সভাপতি। Taradash-এর কথা অনুযায়ী সত্যজিতের ছবিগুলিকে পুনরুদ্ধার বা restore করার উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে দিলীপবাবু David Shepherd- কে নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। পুনরুদ্ধারের কাজে সাহায্য করার জন্য তৈরি হয় Society for the Preservation of Satyajit Ray Films (The Ray Society), যার প্রথম অনুদান আসে রাজীব গাঁধী ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে। ঠিক হয় Ray FASC কাজ করবে Ray Society-এর সহগামিনী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। যেসব ছবি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে তার 'পজিটিভ প্রিন্ট' থাকবে Ray FASC -তে গবেষণার জন্য। টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে সান্তা ক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স-এর মতো প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি এগিয়ে

এসেছেন David Packard স্বয়ং, যিনি নিজেই এক অপূর্ব আবিষ্কার। একথা কেই বা জানত আগে যে কম্পিউটার জগতের এমন বিশ্ববিখ্যাত এক উদ্যোগপতি প্রথম দিন সত্যজিতের ছবি দেখেই চিরকালের জন্য তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। সেই গুণমুগ্ধ অনুরাগী দিয়েছেন প্রভূত অর্থানুকুল্য।

Ray FASC-তে এখন রাখা আছে ২১টা ছবির প্রিন্ট। এর সঙ্গে জমা হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'খেরো খাতা'র কপি, যার ফলে তার কর্মপদ্ধতি এখন গবেষকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুভ কাজ শুরু করলে লক্ষ্মীর সেদিকে নজর পড়ে। দিলীপ বসুর Ray FASC-এর খবর পেয়ে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, কাথবার্ট লেথব্রিজ (Cuthbert Lethbridge)। তিনি থাকেন মেলবোর্ন শহরে। একদা ছিলেন কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের স্বল্প পরিচিত ভদ্রলোক। অস্ট্রেলিয়ায় পরবাস নেওয়ার আগে লেথব্রিজের জানাও ছিল না সত্যজিৎ নামক কোনও চলচ্চিত্রকার ভূভারতে আছেন কিনা। মেলবোর্নের শিক্ষামূলক টিভি-তে এক অলস সন্ধ্যায় তাঁর পরিচয় হল 'রে ফিল্ম'-এর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই হৃদয় বাধা পড়ল। এক এক করে তিনি প্রথমে সত্যজিতের ছবিগুলির ভিডিও ক্যাসেট আনিয়ে মনের তৃষ্ণা মেটাতে শুরু করলেন। আর যত দেখেন তত তাঁর ক্ষুধা বাড়তে থাকে। ছবি তো হল, শুরু করলেন সংগ্রহ করলেন সত্যজিৎ সম্পর্কে যাবতীয় রচনা, বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি, ক্লিপিং- সে বিশাল সংগ্রহ তিলতিল যত্নে বছরের পর বছর লেথব্রিজ বৃহৎ থেকে বৃহৎতর পরিণতিতে এনে, তারপর Ray FASC-তে দান করলেন।প্রায় এক হাজার বই, অজস্র পোস্টার আর ছবি, ছাপা অজস্র পত্রিকা, ব্রোসিওর- হেন দ্রব্য নেই যা লেথব্রিজের সংগ্রাহী দৃষ্টিতে আসেনি। এখনও গোয়েন্দার অনুসন্ধিৎসা নিয়ে লেথব্রিজ সংগ্রহ করেছেন এবং পাঠাচ্ছেন সেই সব সান্তা ক্রুজে।

সত্যজিতের ছবির পুনর্নির্মিত প্রতিলিপি (restored print) সমস্ত ছবির ভিডিও রেকর্ডিং, তাঁর বিষয়ে রচিত তথ্যচিত্র যাবতীয়, আর লেথব্রিজের অসামান্য সংগ্রহ- এই নিয়ে এখন Ray FASC পরিপূর্ণ। এর পিছনে রয়েছে প্ল্যাকার্ড, লেথব্রিজ যুগল উদ্যম এবং তিন বাঙালির পরিচালনা : দিলীপ বসু, বিজয়া রায় ও সন্দীপ রায়।

Ray FASC থেকে কিছু ছবি ধার নিয়ে আমার ছাত্রদের দেখিয়ে তাদের মন জয় করেছিলাম। ইংরেজদের অযোধ্যা দখল, লখনউ শহরের আদাব, ওয়াজিদ আলি শাহ-র চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠল 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিতে। ঘরে বাইরে দেখে আমার মার্কিন ছাত্ররা বুঝতে শুরু করল, স্বদেশি আন্দোলনের মর্মের মধ্যে যে জটিল দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথ উথকীর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু Ray FASC-র তাৎপর্য আরও গভীর। সত্যজিৎ রায়ের বিরাট কর্মকাণ্ড যে বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত গবেষণার বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে- এই ধারণাটি গড়ে তোলার একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে Ray FASC। ভারতবর্ষের কোনও প্রতিষ্ঠানই সত্যজিৎ রায়ের কাজকে এই চোখে দেখেননি।
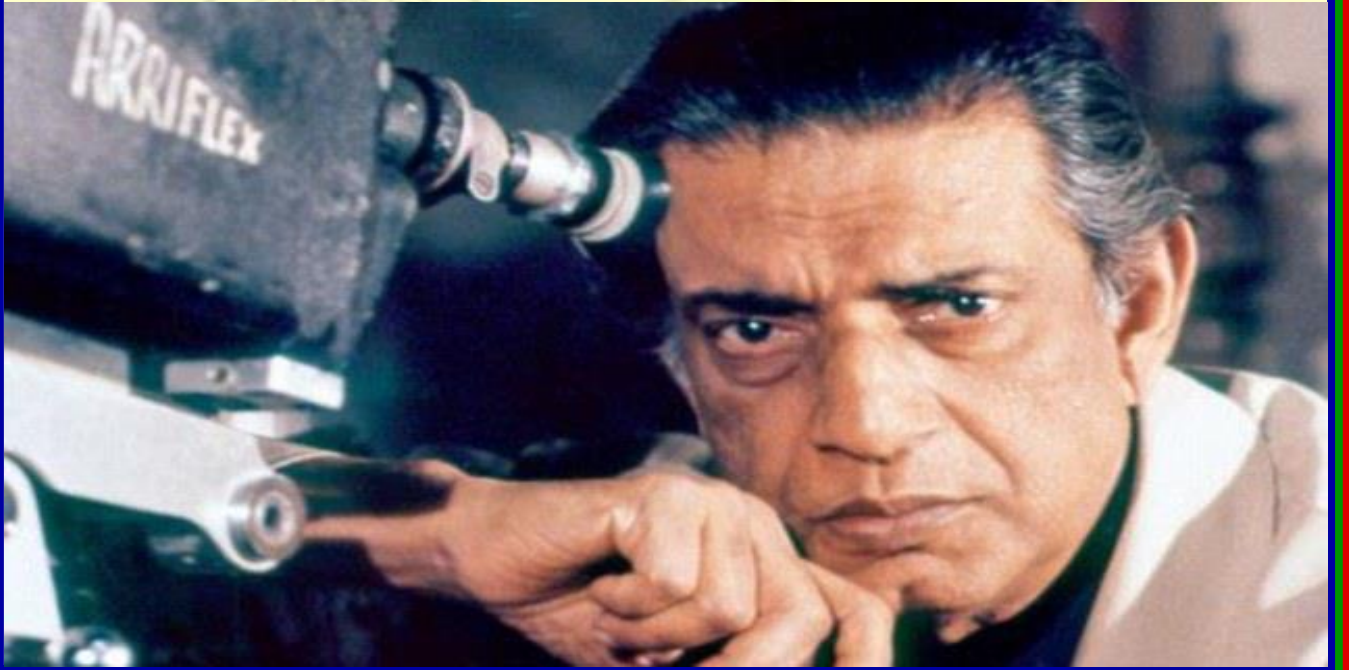
মানুষটির পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল একেবারে নিখুঁত

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়কে আমি লেখক হিসাবে যতই চিনি চলচ্ছবির পরিচালক হিসাবে ততটা নয়। লেখক হিসাবে তিনি আমাকে যেমন আর্কষন করেন তাঁর ঝরঝরে ভাষার জন্য তেমনই তাঁর পর্যবেক্ষন শক্তির জন্যও। সমুদ্র ঢেউ যেমন বেলাভূমিতে আছরে পরার পরআবার মুহুর্তে পিছিয়ে যায় তখন পায়ের তলার বালি সরে যাওয়ার ব্যপার টাকে লক্ষ লক্ষ পিঁপরের সরে যাওয়ার মতো মনে হয় কিংবা মুখে পান নিয়ে কথা বললে যে আমাদের মুখের অনেক অদলবদল ঘটে তাঁর লেখাই এটা পড়ে বুঝেছিলাম যে এই মানুষটার পর্যবেক্ষন শক্তি একেবারে নিঁখুত।

লেখায় যিনি তাঁর পর্যবেক্ষন শক্তির এইসব প্রমান রেখে আমাকে চমকে দেন দেখতে বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল যে ছবি করার সময় এইসব পর্যবেক্ষন কীভাবে কাজ করে। সেলসঙ্গে দেখতে চেয়েছিলুম সৃষ্টি কর্মে নিযুক্ত একজন বড়ো মাপের মানুষের সেইসময়কার চেহারা টাও।তা নললে নিজের কাজ ফেলে রেখে লখনোউ.ছুটবো কেন?

লখনোইয়ের অলিতেগলিতে, মাঠে ময়দানে দোকানে বাজারে চোখ ভরে সেটা দেখেছি। বুঝতে পেরেছি এই মানুষ টি অল্পে খুশি নন, একটা সময়
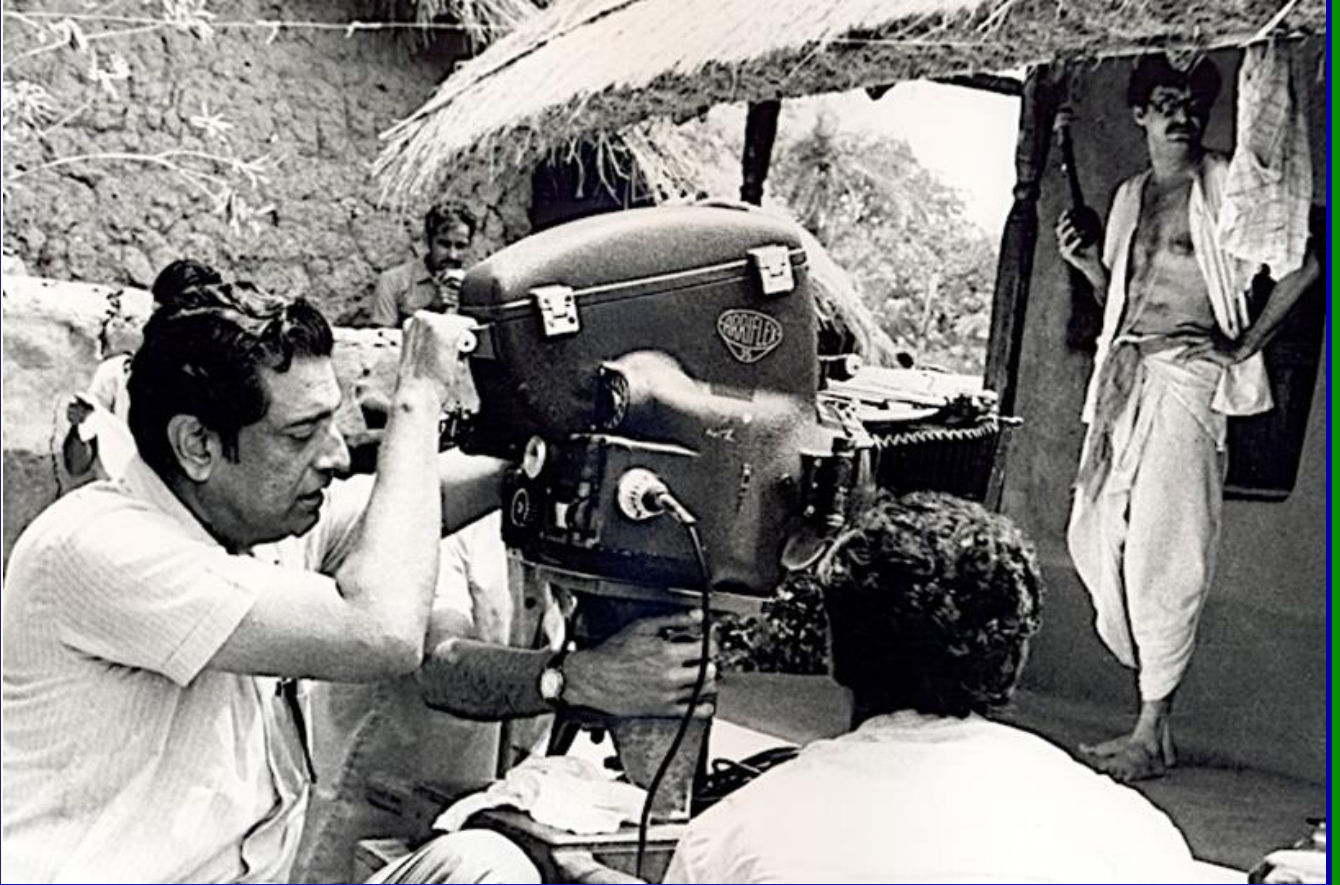
জন্য যা যা তাঁর চাই তার সবটাই তাকে পেতে হবে। না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।সেই সময়কসর মুদ্রা, সেই সময়কার রাস্তাঘাট, সেইসময়কার পোশাক,সেইসময়কার এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র সবদিকে তাঁর চোখ।এই ব্যপার টা যত দেখেছি মুগ্ধ হয়েছি। 'শতরঞ্জ....' র শেষ দৃশ্য তোলা হয়থছিল একটি গ্রামে। গ্রামে পৌঁছেই সর্বাগ্রে তিনি দেখে নিলেন যে যেখানে শুটিং হবে তার চৌহদ্দির মধ্যে একটাও জিনিস আছে কিনা, যাতে সময় সম্পর্কে একটা ভুল ধারনার সৃষ্টি হতে পারে।

'শতরঞ্জ....' র শেষ দৃশ্য তোলা হয়ছিল একটি গ্রামে। গ্রামে পৌঁছেই সর্বাগ্রে তিনি দেখে নিলেন যে যেখানে শুটিং হবে তার চৌহদ্দির মধ্যে এমন একটাও জিনিস আছে কিনা, যাতে সময় সম্পর্কে একটা ভুল ধারনার সৃষ্টি হতে পারে।

এই পর্যবেক্ষন ব্যপারটা রিচার্ড অ্যাটেনবরো খুব ভালো বুঝতে পেরেছিলেন বলেই নিজে চরুট না খাওয়া সত্ত্বেও মুখে ফাউন্টেন পেন গুজে দিনের পর দিন তিনি মহড়া দিয়েছেন উট্রামের পার্টে, এটা স্যার রির্চার্ডের মুখেই আমার শোনা।

বলেছিলেন,'এটা করতে হয়েছিল, কেননা আমি জানতুম যে, সত্যজিৎকে এছাড়া খুশি করা যাবে না'।

মুগ্ধ হয়েছিলুম সত্যজিৎ এর সময়নিষ্ঠা দেখেও।

যেদিন লখনউ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে শুটিং করবার কথা, অথচ শুটিং হবে সকালবেলায়, সেদিন রাত চারটের সময় আমাদের লখনউ থেকে বেরিয়ে পরতে হয়। হোটেলের একতলার লবিতে নেমে দেখি, সঞ্জীবকুমার একটা সোফায় বসে ঝিমুচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলুম 'এত ভোরে ওঠার অব্যাস আছে?'। সঞ্জীব তাতে ম্লান হেসে বললেন 'উপায় কী? অন্য কোনো ডিরেক্টর হলে আমাকে শিকলে বেঁধেও নীচে নামানো যেত না। কিন্তু উনি যে সত্যজিৎ'। কথাটা এখনো ভুলিনি।

অদ্ভুত ঘোড়া

সৌরিক খাঁড়া

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

পলাশ ও রূপম দুই ভাই। পলাশ সপ্তম শ্রেণীতে ও রূপম নবম শ্রেণীতে পরে। ছোট ভাই পলাশ একজন ছোটখাটো গোয়েন্দা। সে সব জিনিস নিখুঁত করে বাছাই করে দেখে নেয় আর বড়ো ভাই রূপম-এর পুরনো মূর্তি, পুরনো জিনিসের ওপর বেশি আকর্ষণ। তারা দুজন OLX থেকে দুটি পুরনো ঘোড়া কিনেছে। ঘোড়া দুটো কিনে পাড়ার সব বন্ধুদেরও দেখিয়েছে পলাশ ও রূপম। সেদিন পলাশ রাতে খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল আর রূপম পড়ার টেবিলে বসে বই পড়ছিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। তখন রূপম বই বন্ধ করে তার ভাই পলাশের পাশে ঘুমিয়ে পরে। তারা ছোটবেলা থেকেই দুজনে একসাথেই ঘুমোয়। সেদিন মাঝরাতে পলাশের খুব জল পিপাসা পায় আর হটাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। পলাশ যখন জল খেতে ওঠে তখন সে ঘুম চোখে দেখে যে ঘোড়া দুটো সেখানে নেই। প্রথমে সে একটু অবাক হয়, পরে ভাবে কোথায় আর যাবে, হয়তো ঘরেই আছে। এই ভেবে পলাশ জল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পরে। রাত তখন প্রায় পৌনে দুটো। হটাৎ করে 'টকবক টকবক' একটা শব্দে আবার পলাশের ঘুম ভেঙে যায়। তখন সে ভয় পেয়ে তার দাদা রূপমকে ডাকে। তারা দুজনে দেখে যে তাদের OLX থেকে কেনা সাদা ঘোড়া দুটো ঘরের মধ্যে উড়ে বেরাচ্ছে। তারপর হটাৎ করে ঘরের দরজাটা খুলে যায় আর পলাশ দেখে দরজার কাছে রাজার পোশাক পরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। দুই ভাই ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায়। তখন তারা ভয় পেয়ে তাদের বাবা মা কে ডাকে কিন্তু কেউ সারা দেয় না। তখন রাজা তাদের বলে "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না"। তখন দুই ভাই রাজার কথা শুনে শান্ত হয়। রাজা তাদের বলে আমার একটা সুন্দর সাদা ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াটি আমার সব থেকে প্রিয় ছিল। আর আমার রাজসভার সকল সদস্যের ঘোড়াটিকে চুরি করে নিতে চেয়েছিল। তারপর হটাৎ করেই একদিন ঘোড়াটি হারিয়ে গেল। রাজা আর ঘোড়াটি খুঁজে পায় না। সেই দুঃখে রাজা মানসিক ভেঙে পরে। ঘোড়াটি হারিয়ে যাওয়ার দু–চার দিন পর রাজা খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখে তার প্রিয় ঘোড়াটি শুয়ে আছে। তখন তিনি ছুটে তার ঘোড়ার কাছে গিয়ে দেখে যে তার প্রিয় ঘোড়া মৃত অবস্থায় পরে আছে। এই শোকে রাজাটি কাতর হয়ে তার কক্ষে সারাদিন থাকতেন বাইরে বেরোতেন না। এমন করতে করতে রাজা খুব অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তারপর রাজাটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াত। এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে রাজা ও ঘোড়া দুটি আটকে পড়ে আর বেড়তে পারে না। তারপর এতো সব ঘটনা ঘটে। এই সব শোনার পর রূপম ও পলাশ ঠিক করে যে তারা ওই ঘোড়া দুটিকে ভাসিয়ে দেবে। পরের দিন তারা ওই ঘোড়া দুটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তখন রাজা খুশি হয়ে তাদের কিছু উপহার দিয়ে যায়।

মানিকের ছবি

সাগ্নিক কুণ্ডু

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

বিশ্বব্যাপী মহামারী, রাজ্য রাজনীতির ভাগ্য নির্ধারণের মধ্যেও তার এই জন্মশতবর্ষ বিস্মৃত হতেই পারত, কিন্তু না, তা হয়নি। কারন, সেই মানুষটির নাম সত্যজিৎ রায়।

তার সম্পর্কে কোনও বিশেষণই যথেষ্ট নয়, তাকে ধারন করতে পারে, এমন শব্দও অভিধানে নেই। তিনি আমাদের কাছে এক বিস্ময়পুরুষ, অনেক গুলো প্রতিভা দিয়ে গড়া এক দীর্ঘদেহী ঈশ্বর, যাকে আমরা মনের মন্দিরে নিয়মিত পুজো করে যাই।

আমরা জানি তিনি গল্প লিখতেন, ছবি পরিচালনা করতেন (মানিক বাবু সিনেমার বাংলা প্রতিশব্দ 'বই' কথাটা অপছন্দ করতেন), নিজেই নিজের ছবির সঙ্গীত, কস্টিউম, শিল্প হেঁসেল সামলাতেন। এখন যেমন প্রত্যেকটা ভাগে আলাদা আলাদা টিম কাজ করে, উনি সেই কাজগুলোই একা হাতে সামলাতেন। শুধু তিনি সামলাতেন বললে কম বলা হয়, বরং প্রচণ্ড দক্ষতার সাথে সেগুলিকে একটা আলাদা মানে নিয়ে যেতেন। এখানেই তিনি জাদুকর। কি ম্যাজিক ছিল তার কাজের মধ্যে যা এখনও ছেলেমেয়েরা সেই সুর গুনগুন করে? কিসের টানে এখনো তার সিনেমা বা গল্প বার বার দেখা বা শোনা যায়?

এই জন্যই বাঙালীরা সত্যজিৎকেই তাদের শিল্প সংস্কৃতির মানদন্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। এর পর যত মানুষ ছবি বানান তাদের প্রত্যেককে মাপা হয় সত্যজিতের ইউনিট এ। সত্যজিৎ রায় নিজে বলেছিলেন, উনি ছোট বেলা থেকে যে কাজটা ভালো করে পারতেন সেটা হল ছবি আঁকা। তিনি হয়ত এই গুনটাও তার বাবা-ঠাকুরদার থেকেই পাওয়া। আমরা দেখি তিনি নিজের প্রতিটা গল্পের ইলাস্টেশন করতেন, হেডপিস আঁকতেন। সন্দেশ পত্রিকায় অনেক ফিলার এঁকেছেন তিনি। বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা বাড়ে কাজের মানও বাড়ে। সেই ছাপ ওনার ছবিতেও স্পষ্ট। যখন তিনি আম আঁঠির ভেঁপুর ছবি আঁকেন সেইগুলো ছিল খুব সাধারণ ইঙ্ক মিডিয়ামে কাজ। কিন্তু যখন তিনি পরিচালক হলেন, তার দৃষ্টি প্রেক্ষাপটের সাথে মিলে গেল। তিনি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলের ভঙ্গিতে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ওনার পরবর্তী কালের সমস্ত ছবিগুলোই সেই স্বাক্ষী বহন করে চলেছে। এবং নানা মাধ্যম নানা রকম ঘরানার ছবিও আমরা পাই। ফেলুদার ঘরের সোফার উপরের ছবিটার কথা মনে আছে? সেটাও যামিনী রায়ের অনুকরনে সত্যজিতের আঁকা, তবে তাতেও তিনি তার গোয়েন্দার কথাই খুব কায়দা করে বলেদিয়েছেন। আমরা কেউ খেয়াল করিনি, বুঝিয়ে দিলে অবাক বনে যেতে হয়। ঠিক এখানেই সত্যজিৎ সবার থেকে আগে এগিয়ে থাকেন। ছবির আঁকার পাশাপাশি আমরা দেখি ওনার খেরোর খাতায় সিনেমার জন্য সিন আঁকা থাকত। এখনকার সময়ে যেটাকে আমরা স্টোরিবোর্ড বলি, সেই জিনিসটাই তিনি করে রাখতেন নিজের ভাবা দৃশ্যগুলোকে ইউনিটের বাকি সবার কাছে স্পষ্ট করে তুলতে।

ওনাকে নিয়ে সত্যিই গল্পের কোনও শেষ নেই। প্রতিটা শিল্পীর কাছে মানিক রাজা হলেন শিক্ষকের মতোন। তিনি আমাদের এত কিছু দিয়েছেন, কিন্তু তার বদলে আমরা কিই বা দিতে পেরেছি? তবুও যতদিন শিল্পী আছে, যতদিন সাহিত্য আছে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই বিস্ময়ে বিস্মিত হতে থাকবে। ভাবতে বসলে দিন ফুরিয়ে যাবে, আলোচনায় বসলে শেষ ট্রেন মিস। তাই তো বার বার জোর গলায় বলতে চাই আমরা, "এ রাজার মতো রাজা নাই, মহারাজা তোমারে সেলাম"

আরে বাবা, মহাসমুদ্র তো! তল পাওয়া কি এতটাই সহজ?

ডিজিটাল পেইন্টিং : সাগ্নিক কুণ্ডু

সত্যজিতের সূত্রধরে
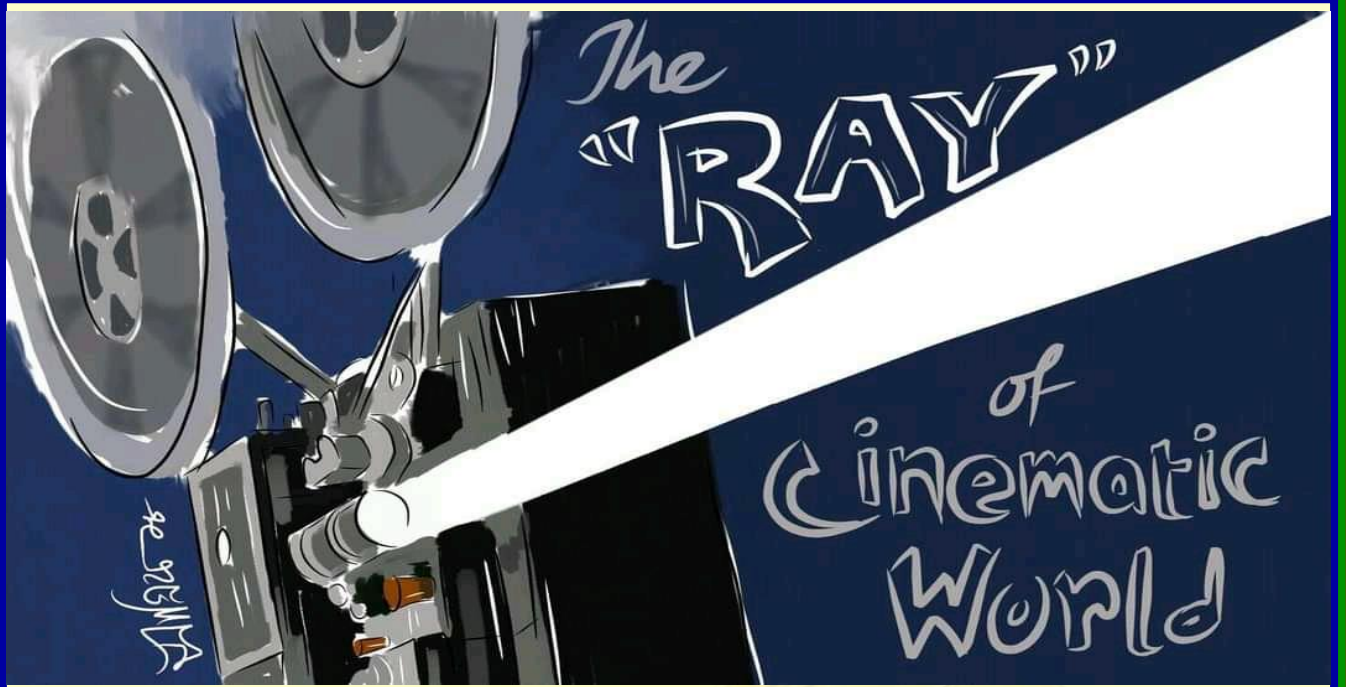
রনজয় দাস

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

ভারত তথা বাংলায় যদি কোনো বিখ্যাত চলচ্চিত্রকর থেকে থাকেন, তাহলে তাদের যদি কেউ সবচেয়ে সেরা হন তাহলে সেটা অবশ্যই সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কেউ নন। তিনি হলেন প্রত্যেক বাঙালীর গর্ব। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী সিনেমা দিয়ে তিনি রুপোলি পর্দার জগতে পরিচালক হিসাবে পদার্পন করেন। সবমিলিয়ে মোট ৩৬ টি সিনেমা তিনি পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে শর্ট ফিল্ম ও তথ্যচিত্র ও ছিল। সত্যজিতের সেরা সিনেমাগুলির মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত হল 'অপুর ত্রিলজি', 'চারুলতা','মহানগর','অরণ্যের' 'দিনরাত্রি', 'সোনার' 'কেল্লা', 'হীরক রাজার দেশে', 'ঘরে-বাইরে', 'পরশ', 'পাথর', 'নায়ক' ইত্যাদি। তবে সত্যজিৎ রায় শুধু পরিচালক ছিলেন না। সিনেমার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ছিল। এছাড়া লেখক, গ্রাফিক চিত্রশিল্পী, সুরকার, গীতিকার, গ্রাফিক ডিজাইনার ডিজাইনার হিসাবেও তিনি সমান জনপ্রিয় ছিলেন। ফেলুদা, জটায়ু, তোপসে, মুকুল কিংবা গুপি গাইন,বাঘা বাইন, বা 'হীরক রাজার দেশের' মাস্টারমশাই, সত্যজিৎ-এর ছবির এই সমস্ত চরিত্র আজও ছোট-বড় সব বাঙালিরই খুব কাছের। শিশু-সাহিত্যই হোক কিংবা শিশু-চলচ্চিত্র, শিশুদের মন বুঝে তাদের মনগ্রাহী গল্প উপহার দেওয়া নেহাত সহজ কাজ নয়। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবে সেই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন সত্যজিৎ। তাঁর সেই সমস্ত সৃষ্টি দিয়ে আজও তিনি রয়েছেন বাঙালির মননে। পথের পাঁচালী দিয়ে শুরু ১৯৪৮ সালে নির্মিত ভিৎতোরি ডি সিকা দ্বারা পরিচালিত ইতালিয়ান ছবি 'দ্য বাই সাইকেল থিভস' দেখে অনুপ্রাণিত হন সত্যজিৎ রায়। এরপরই পথের পাঁচালী তৈরি করেন তিনি যা ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষাপটকে বদলে দেয়। ভারতীয় সিনেমাকে বিশ্বের দরবারে জায়গা করে দেয়।
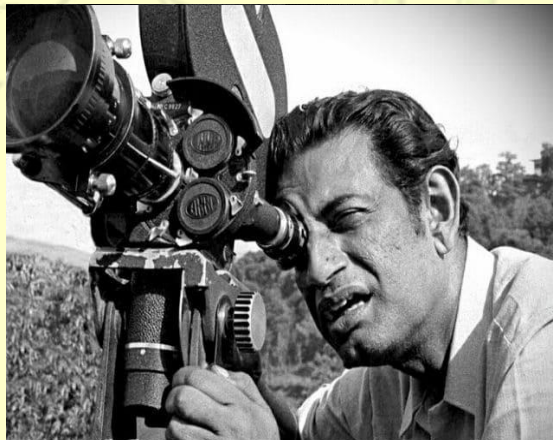
সৌমিত্রর সঙ্গে জুটি: সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একসঙ্গে মোট ১৪ টি সিনেমায় কাজ

করেছেন। তাদের এই জুটি সিনেমা ঠিক যেভাবে বিখ্যাত মিফুন ও কুরোশাওয়া, মাস্ত্রোইনি ও ফেলিনি, ডি নিরো ও সোরসেসের মতো জুটি। সত্যজিতের সিনেমার বেশ কিছু ডায়লগ তাঁর পিতা সুকুমার রায়ের থেকে অনুপ্রাণিত। যেমন সোনার কেল্লার সেই বিখ্যাত ট্রেনের দৃশ্য যেখানে লালমোহনবাবুর সঙ্গে প্রথমবার আলাপ হবে ফেলুদার। লালমোহনবাবু ফেলুদাকে বলবেন, "ছাতি ২৬, কোমর ২৬, গলা ২৬, আপনি কি মশায় শুয়োর?" এটা সুকুমার রায়ের হযবরল থেকে নেওয়া। বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে মাত্র একটি সিনেমায় কাজ করেন সত্যজিৎ রায়। সেটি হল- শতরঞ্জ কি খিলাড়ি। এতে অমিতাভ বচ্চনকে ভাষ্যকার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা মোট ৩২ টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। এর মধ্যে ৬টি ছিল সেরা পরিচালকের পুরস্কার। এছাড়া ফরাসি সরকারের তরফে ১৯৮৭ সালে সেদেশের অন্যতম অসামরিক সম্মান 'লিজিয়ঁন দ্য অনার' দেওয়া হয় সত্যজিৎ রায়কে। তিনি ছাড়া পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও অমিতাভ বচ্চন এই সম্মান পেয়েছেন। ১৯৬২ সালে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমাটি তৈরি করেন সত্যজিৎ। ওটাই ছিল প্রথম রঙীন বাংলা ছবি। এই সিনেমায় অভিনয় করেন ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, করুণা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত প্রমুখ। সত্যজিৎ রায়কে সাম্মানিক ডক্টরেট দেয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। চার্লি চ্যাপলিনের পর দ্বিতীয় ফিল্ম ব্যক্তিত্ব হিসাবে এই সম্মান পান তিনি। সত্যজিৎ রায় সাম্মানিক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পান। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁকে ভারতরত্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ইমন বারুই, কাব, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

এক মায়াবী রাত: ২রা এপ্রিল, ২০১১

তন্ময় সেনগুপ্ত
রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

কেটে গেছে ১০টা বছর। এই ক'টা বছরে ভারতের ক্রিকেটীয় শক্তির নানান উৎথানের কাহিনী দেখেছি। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের হাতে যাবতীয় দায়িত্ব আরও একবার সেই ২রা এপ্রিল, ২০১১ এর পুনরাবৃত্তি ঘটানো। ২রা এপ্রিল, ২০১১ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে এক রোমহর্ষক ম্যাচের সাক্ষী ছিল গোটা ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। একটা গোটা টুর্নামেন্ট কাঁপিয়ে আসা দুই প্রতিবেশী রাজ্য ভারত ও শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হয় ফাইনালের ময়দানে। শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাটিং করে 274 রান করে, তাদের এই রানে বড় ভূমিকা নেন মাহেলা জয়বর্ধনে। শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২৭৫ রানের টার্গেটে ভারত একটা সময় বীরেন্দ্র সহবাগ ও শচীন তেন্ডুলকরের উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ম্যাচের হাল ধরেন গৌতম গম্ভীর ও তরুণ বিরাট কোহলি। বিরাট আউট হবার পর নামলেন তৎকালীন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। এরপর বাকিটা সবার-ই জানা। শেষে নুয়ান কুলশেখরার বলে লম্বা ছক্কা আর কমেন্ট্রী বক্স থেকে ভেসে আসা 'রবি শাস্ত্রী'র কথাগুলো "ধোনি ফিনিশেস অফ ইন স্টাইল, ইন্ডিয়া লিফট দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আফটার টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স.........."।
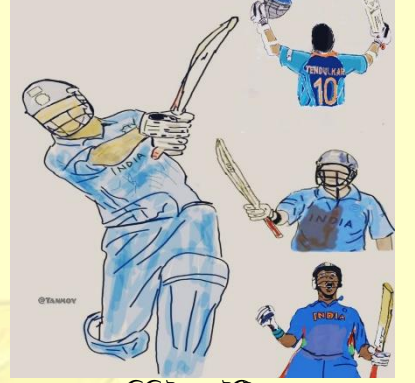
ডিজিটাল পেইন্টিং : তন্ময় সেনগুপ্ত

অভিশপ্ত ক্যামেরা

বিবেক নন্দী
স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

লোকটির নাম ছিল শৈলেন সেন। তিনি খুব বড় ডাক্তার ছিলেন। তার নাম প্রায় সবাই চিনতেন, অবশ্য তিনি এখন আর নেই। ঘটনাটা তাঁর ও তাঁর ছেলেকে নিয়ে। তাঁর ছেলের নাম রুদ্র, সবে বয়স ২১ হলো। শৈলেন বাবুর ডায়েরি লেখার শখ ছিল। তিনি প্রতি দিন ডায়েরি লিখতেন আর তাঁর ছেলে ডায়েরি গুলো পড়ত প্রতিদিন। দিনটা ছিল ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৮। শৈলেন বাবুর পেসেন্ট দেখা শেষ হলে তিনি বাড়ি ফেরেন। সেদিন বাড়ি ফেরার সময় এক ক্যামেরা কেনেন তিনি। বেশ পছন্দ হয়েছিল তার। পরের দিন কেবিন থেকে ফেরার পথে রণজিৎ বাবুর সাথে হলো তাঁর। উনি বললেন "আপনি বললেন না ছবির লাগবে তাই ছবির তুলতে যাচ্ছিলাম"। শৈলেন বাবু বললেন গাড়িতে বসুন স্টুডিও তে গেলে ফালতু পয়সা খরচ হবে। বাড়িতে গিয়ে তিনি ক্যামেরাটা বের করে পর পর দুটো ছবি তুললেন। পরদিন সকালে ওঠে শুনি রণজিৎ বাবু রহস্যজনক ভাবে মারা গেছেন। শৈলেন বাবু অবাক। শৈলেন বাবুর আজ ছুটি। তিনি তার জানলার ধরে বসে বই পড়ছেন। তিনি হটাত একটা সাদা পায়রা দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর ক্যামেরা বার করে তিনি পায়রার ছবিটা তুললেন। সেদিন বিকালে বাগানে ঘোড়ার সময় তিনি গাড়ির পাশে কি একটা সাদা জিনিস পরে থাকতে দেখলেন। কাছে গিয়ে দেখেন সেই সাদা পায়রাটা মৃত অবস্থায় সেখানে পরে আছে। শৈলেন বাবুর ছেলে সেদিন রাতে ডায়েরি টা পড়ছিল। সে ভাবলো বাবা দুটো ছবি তুললেন আর যাদের ছবি তুললেন, তারাই মারা গেলো। তখন রুদ্র সেই ক্যামেরার ব্যাপার এ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে "The camera is possessed"। তিনি তার বাবার লেখা বই থেকে জানতে পারেন ক্যামেরাটি কোথায় রাখা। রুদ্র দেখে ক্যামেরার বাক্সের লেখা DANGER। সে বুঝতে পারে তার বাবাও এই ক্যামেরার সম্বন্ধে জানতেন। তখন সে বাক্স থেকে ক্যামেরাটা বের করে একটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড এর ওপর রাখে ও স্টান্ডটিকে একটি আইনার সামনে রেখে ১০ সেকেন্ড টাইমার দিয়ে দেন। যখন ক্যামেরার সাটার পড়লো তখন একটা ভয়ঙ্কর শব্দে আয়নাতে একটা ফাটল ধরলো, আর লেন্স বেরিয়ে বিকট একটা শব্দে শেষ হলো ক্যামেরাটা।

পরিবেশের গান

অরিত আদক

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

আমরা স্বামীজী রোভার ক্রু, আমাদের লক্ষ্য একটাই
সেভ দ্য প্ল্যানেট প্রোজেক্ট দিয়ে, পরিবেশ রক্ষার লড়াই
আলোর অপচয়, বন্ধ করা দরকার
তারই জন্য আমাদের এই আর্থ আওয়ার
মোমবাতির আলোয় করো ড্রয়িং, করো ডিনার
অন্ধকারের মাঝেই তো চেষ্টা প্রকৃতিকে চেনার
সূর্যের আলোয় কাটে সব অন্ধকার
তাই আমরা বলি চলো লেটস গো সোলার
প্লাস্টিকে হয় মাটি দূষণ, বলো নো টু প্লাস্টিক
কাগজের ব্যাবহার বাড়ুক ইটস নট সো ড্রাশটিক
খুব সোজা কাগজের রি-ইউস এতে নেই কোনো কষ্ট
প্রাকৃতিক রি-সাইকেল এ পৃথিবী থাকবে সুস্থ
ফেলে দিওনা কোনো কিছু সব নয়কো ওয়েস্ট
যা কিছু বায়োডিগ্রেডেবল
সেগুলো রি-ইউস করাই হল বেস্ট
বোতল দিয়ে হয় গার্ডেনিং, আরও হয় বোতল ব্রিক্স
ওয়েস্ট দিয়ে দড়ি তৈরি হয় আরও আছে অনেক ট্রিক্স
আমাদের উদ্দেশ্য কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট
আমরা হলাম স্কাউট, আমরা ভয়েস অফ চেঞ্জ
বদল আনব আমরাই বাঁচাবো এই পৃথিবীকে
পরিবেশ বাঁচানোর লড়াই ছড়িয়ে দেবো চারিদিকে
জল অপচয় বন্ধ করো প্ল্যানেটকে সেভ করো
বৃক্ষরোপণকে মূল মন্ত্র করো
ক্লাইমেট চেঞ্জ এ সেভ দ্য প্ল্যানেট
এটাই আমাদের মন্ত্র
ভার্চুয়াল এই ক্যাম্প ফায়ারে আছে মজা আর খেলা
পরিবেশ রক্ষার লড়াই শেষে উড়বে জয়ের ধ্বজা

লকডাউন স্টোরি

শুভদীপ মুখার্জি

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

ক্লাসরুমে নামে লকডাউন অসময়ে
লাস্ট পিরিয়ড ছুটির ঘন্টা
আমি বন্ধুদের অপেক্ষায়
চারতলা সিঁড়ি নেমে স্কুল মাঠে
লুকোচুরি মন ভাবে থুরি
যদি একটু খেলা যায়

বোকা সেলফোন গ্যালারি ঘেঁটে গ্রুপ ছবি
এইভাবে ঠিক জন্মায় আমাদের-ই মত ফেসবুক কবি
হোয়াটসঅ্যাপে সব স্যার বলে
জুম মীটে এড হবি আয়
আমি জানি ক্লাস করব না
জানিনা বলবো কি করে তোমায়

আমি নিয়েছি ঝুঁকি আজ
লকডাউনের সময়ে বড় সস্তা বিকেলবেলায়
কখনো পাড়ার মোড়, ক্লাবের চত্বর
লকডাউন খোলার অপেক্ষায়
আমি দেখেছি তোকে
তুই দেখেছিস আড়াল থেকে
পুলিশ ছিল পাড়ার মোড়ে
মায়ের বকুনি অসহায়, করোনা সাবধানতায়
স্যানিটাইজার নিয়ে মাক্স পড়ে

বন্ধু আমি দাঁড়িয়ে আছি
স্কুলের গেটে অপেক্ষায়
ব্যাট হাতে, এত খেলা হবে কোথায়
একটু হলেও খেলা হবে
পড়াশোনা না হয় পরে হবে
এখন আমি স্কুল খোলার অপেক্ষায়

সৌরিক খাঁড়া

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

Medium : Water Colour
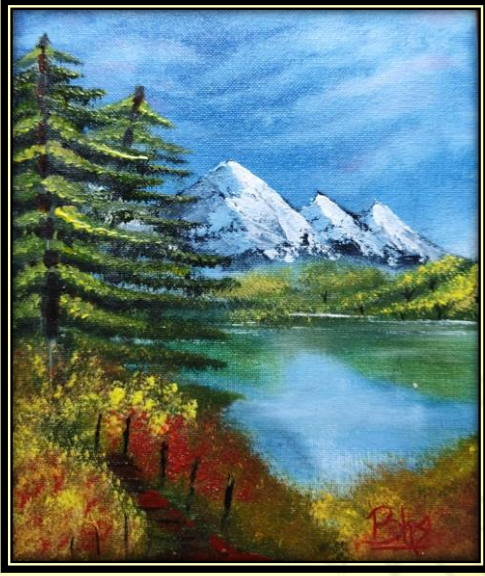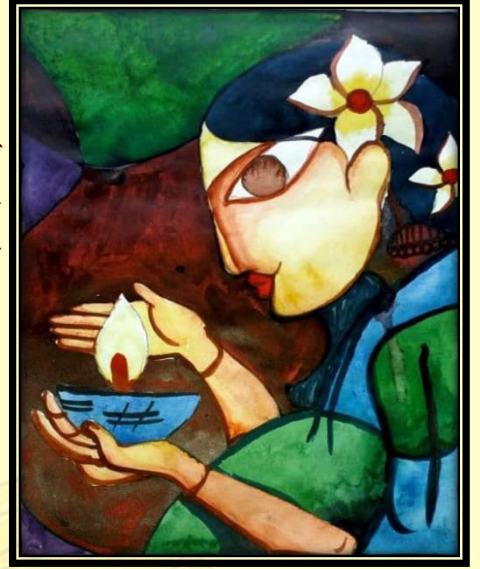
ভাস্কর সামন্ত

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

Medium : Oil Painting

প্রস্যন্দন ব্যানার্জি

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

Medium : Pencil Sketch

রূপম ভৌমিক

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

Medium : Pastel Colour

আশিষ রায়

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

Medium : Mobile Photography

অমলেন্দু সরকার

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

Medium : Photography

রনজয় দাস

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

Medium : Photography

স্বর্ণাভ নন্দী

স্কাউট, হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন স্কাউট গ্রুপ

Medium : Photography
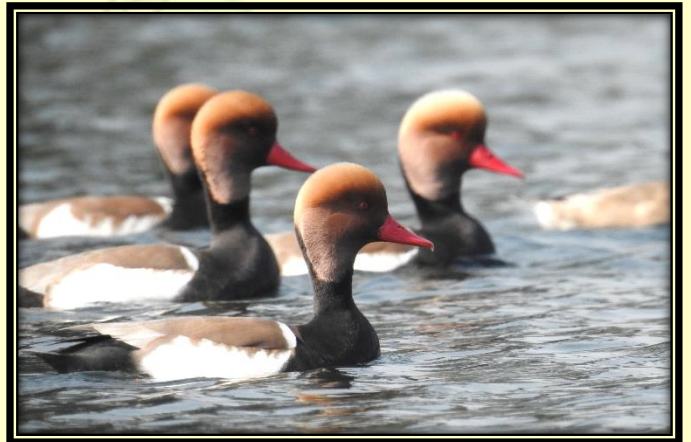
স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস : বিশ্বে ও স্কুলে

সুমিত মুখোপাধ্যায়

স্কাউটিং এর প্রতিষ্ঠাতা রর্বাট স্টিফেনসন ব্যাডেন পাওয়েল একজন ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জীবনের নানান অভিজ্ঞতা, ঘটনা এবং সর্বোপরি ইংল্যান্ডের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি তাঁকে ছাত্র যুবদের মানসিক ও চারিত্রিক মনন গঠনে এক বিশেষ কর্মসূচী রুপায়ণের বাস্তবতার কথা ভাবিয়ে তোলে। তৎকালীন সমাজে ছাত্র যুবদের সুনাগরিক করার মহান মন্ত্রে তিনি ব্রতী ছিলেন।

১৮৭৬ সালে ভারতের লক্ষনৌ জেলায় ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় লক্ষ্য করেন যে তাঁর সেনারা প্রাথমিক প্রতিবিধান,জীবনরক্ষার শিক্ষা, এই সমস্ত ব্যাপারে অবহিত নন।তাঁরা পথ চলার যে সঙ্কেত, বিপদের চিহ্ন, খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা কি ভাবে করতে হয় তা তাঁদের জানা ছিল না। এই সমস্ত বিবেচনা করে সেনাবাহিনীকে আরও সবদিকদিয়ে সুসংগঠিত করানোর প্রচেষ্টায় ১৮৯৬ সালে তিনি একটা বই লেখেন যা "এডস টু স্কাউটিং" নামে পরিচিত।

১৮৯৬ সালে ১৯ শে মে তাঁর জীবনে সবথেকে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়। ঐ সময় রোডেসিয়ার Matabelelan এ ট্রাইবরা বিদ্রোহ শুরু করে। ১৯০০ সালের ১১ ই এপ্রিল বুয়োররা ৪ ঘণ্টা ম্যাফেকিং শহরে বম্ব বাস্টিং করে। ১৬ই মে মেজর ব্যাডেন পাওয়েল এর দল ম্যাফেকিং শহরে প্রবেশ করে। এই সাউথ আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধে ব্যাডেন পাওয়েলের নাম বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। ২১৭ দিন শহর অবরুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাণী ভিক্টোরিয়া, সৈন্য বাহিনীর পারদর্শিতার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেন।

ম্যাফেকিং যুদ্ধে ৯ বৎসর বয়সের বালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারাও যুদ্ধের সহযোগী দল হিসাবে কাজ করে। ঐ বালকরা সংবাদ আদান প্রদান, রান্নার কাজে সাহায্য ও বিভিধ কাজে লিপ্ত হয়। বিপি ঐ বিপি ঐ বালকদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ পরিলক্ষণ করেন। তারা যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা অনুকরণীয় । বিপি তাঁদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর মনে এই কাজ বিশেষ মর্যাদা পায় ।

একজন জাতীয় হিরোর সম্মানে বিপি লন্ডনে ফেরার পর তাঁকে Lieutenant পদে উন্নীত করা হয়। তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর বই বালকদের Observation ও Woodcraft এর ট্রেনিং এ সাহায্য করছে। তিনি বইটা বালকদের জন্য নতুন ভাবে প্রকাশ করার কথা বিবেচনা করেন ।

১৯০৪ সালের ৩০ শে এপ্রিল লন্ডনে ৭০০০ বালকের 'বয়েস ব্রিগেড' দ্বারা বিশেষ ড্রিল পরিদর্শন করে তিনি মুগ্ধ হন, এবং William Alexander Smith, founder of Boys Brigade কে অভিনন্দন জানান। বিপির অনুপ্রেরণায় ঐ ড্রিলকে Aids to Scouting এর নিরিখে আরও উন্নত মানের করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯০৬ সালের জুলাইএর শেষ দিকে আমেরিকায় বসবাসকারী বিট্রিস নাগরিক Ernest Thomson Seton এর কাছ থেকে একটা বই The Birc –bark Roll of the Woodcraft Indians পান। এই বইটার পাঠ্যসূচী বিপি কে মুগ্ধ করে । ৩০ শে অক্টোবর বিপি এবং ঐ বই এর লেখক শিটন সঙ্গে সাক্ষা করেন। পরের দিন বিপি তাঁর Aids to Scouting বইটি শিটনকে প্রদান করেন ও Scouting for Boys বইএর পরিকল্পনার কথা জানান।

সৈনিক জীবনে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৯০৩ সালে দেশে ফেরার পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, লন্ডনের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্ররা বিশেষ করে যারা দারিদ্রসীমার নিচে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্র বিপথে পরিচালিত কারণ তারা খাদ্যাভাব, দারিদ্র, অপরাধবোধ, শোষণ ইত্যাদির শিকার। ছাত্রদের তিনভাগের এক ভাগ অপুষ্টির কারনে ভুগছে। মাদকতা, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং অপরাধ করার প্রবণতা দারুণ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিপি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন এই অব্যবস্থার তিনি পরিবর্তন ঘটাবেন। এই সমস্ত অপকর্ম যা ছাত্র যুবদের সুনাগরিক হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে তা নির্মূল করবেন।তাদের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তা যাতে সুদৃঢ় হয়, বিপি সেই দিকে নজর দেন। তিনি স্কুলের শিক্ষার সাথে ছাত্রদের চরিত্র, স্বাস্থ্য, হাতের কাজ এবং অপরকে সেবা করার কথা বিবেচনা করলেন। ছাত্রদের প্রকৃতিপ্রেমিক ও আডভেঞ্চারপ্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর সৈন্য বাহিনীর শিক্ষা ও ক্যাম্পিং আডভেঞ্চার নিয়ে তিনি নতুন কার্যক্রম তৈরী করলেন। এর ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাউনসি দ্বীপে আগস্ট মাসে সমাজের সর্বস্তর থেকে বাছাই করে ২০ জন বালককে নিয়ে তিনি একটা পরীক্ষা মূলক ক্যাম্প সংগঠিত করলেন। ছাত্ররা ছোটো ছোটো পেট্রোলে বিভক্ত হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হাইকিং, রান্না করা, দড়ির ব্রিজ, গ্যাজেট, আগুন জ্বালিয়ে সাংকেতিক চিহ্ন প্রেরণের মাধ্যমে নতুন এক শিক্ষায় তারা মেতে উঠল। বিপি'র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে এইভাবেই স্কাউটিং এর সুত্রপাত হয়। সমাজের বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যাক্তি ও অভিভবকরা এমনকি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীরা পত্র মারফৎ এই সফল ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বিপি কে অভিনন্দন জানালেন। বালকরা স্বনির্ভরতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলো। এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালে বিপি তার বিখ্যাত বই Scouting for Boys (বালকদের জন্য স্কাউটিং) পুস্তক আকারে প্রকাশ করলেন।

স্কাউট আন্দোলনের বিকাশ: বিপির প্রকাশিত "স্কাউটিং ফর বয়েস" অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেমালটা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা, চিলি ইত্যাদি দেশ স্কাউটিং এর কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং সফল রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। ভারতে ১৯০৯ সালে এবং আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স জার্মানী, গ্রিস, মেক্সিকো, নরওয়ে, আমেরিকায় ১৯১০ সালে স্কাউটিং বিস্তার লাভ করে।স্কাউটিং আন্দোলন প্রসারণের লক্ষ্যে "স্কাউটিং ফর বয়েস" পাঁচটি ভাষায় মুদ্রিত হয়।

১৯০৯ সালে লন্ডনের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে এক স্কাউট র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, ১১০০০ স্কাউট অংশগ্রহন করে। ঐ র‍্যালিতে মেয়েরাও যোগদান করে এবং এই আন্দোলনের শরিক হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাঁদের নাম করণ হয় 'গার্ল স্কাউটস'। বিপি'র বোন সেন্ট অ্যাগ্নেস ব্যাডেন পাওয়েল গার্ল গাইডস দের নেতৃত্ব দেন। বিপি''র স্ত্রী লেডি বিপি (ওলেভা) স্কাউটিং এর প্রসারে নির্ভরযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এমন কি বিপি'র মৃত্যুর (১৯৪১ কেনিয়ায়) পরেও ১৯৭৭ সাল অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্কাউটিং সাময়িক ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পেট্রোললিডারদের সাহায্যে আন্দোলনকে সজীব রাখেন।

প্রথম বিশ্ব জ্যাম্বুরী ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের অলিম্পিয়ায় যেখানে ৮০০০ স্কাউট অংশগ্রহণ করে। ঐ বিশ্ব জ্যাম্বুরীতে বিপি কে 'চীফ স্কাউট' সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং প্রথম আন্তর্জাতিক স্কাউট স্মম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিশ্বের ৩৩ টি দেশ অংশ নেন। বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য WOSM (World Organization of Scout Movement) গঠিত হয় এবং গার্ল গাইডস দের জন্য তৈরি হয় WAGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)। WOSM ৬টি রিজিওনাল অফিস থেকে কার্য পরিচালনা করে তার মধ্যে আফ্রিকা

আরব, এশিয়া প্যাসিফিক, ইউরোশিয়া, ইউরোপ ও ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার। 'ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস' এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের ফাউন্ডার মেম্বার। WAGGGS এর রিজিওনাল অফিসগুলো হলো আফ্রিকা, আরব, এশিয়া প্যাসিফিক, ইউরোপ ও ওয়েস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার। বর্তমানে ২১৬ টি দেশে স্কাউটিং ছড়িয়ে আছে যার সদস্য সংখ্যা ২৮ মিলিয়ান ও গার্ল গাইডস দের সংখ্যা ১০ মিলিয়ানের বেশি যা কিনা ১৪৬ দেশে বিস্তারলাভ করেছে ।

ভারতে স্কাউট আন্দোলনের বিকাশ: ১৯০৯ সালে ভারতে স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও মূলত ইউরোপিয়ান ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বালকদের জন্য স্কাউটিং চালু ছিল। ১৯১৬ সালে ডঃ অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে ভারতীয় বালকদের জন্য স্কাউটিং চালু করেন 'ইন্ডিয়ান বয়েস স্কাউট' সংস্থা নামে। । পরের বছর ১৯১৭ সালে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীরাম বাজপেয়ীর সাহায্যে এলাহাবাদে 'সেবা সমিতি স্কাউট' সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ সালে সেবা সমিতি স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন মিলে তৈরি হয় হিন্দুস্থান স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন। ১৯৫০ সালের ৭ই নভেম্বর বয়েস স্কাউট এ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দুস্থান স্কাউট মিলিত হয়ে 'ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস' গঠিত হয়। ১৯৫১ সালের ১৫ই অগস্ট গার্ল গাইড এ্যাসোসিয়েশন ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর সঙ্গে সংযুক্তি হয়। যদিও স্কাউট উইং ও গাইড উইং সম্মিলিত ভাবে ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস এর সমস্ত কর্মসূচী রুপায়ণ করে তথাপি স্কাউট উইং WOSM ও গাইড উইং WAGGGS দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
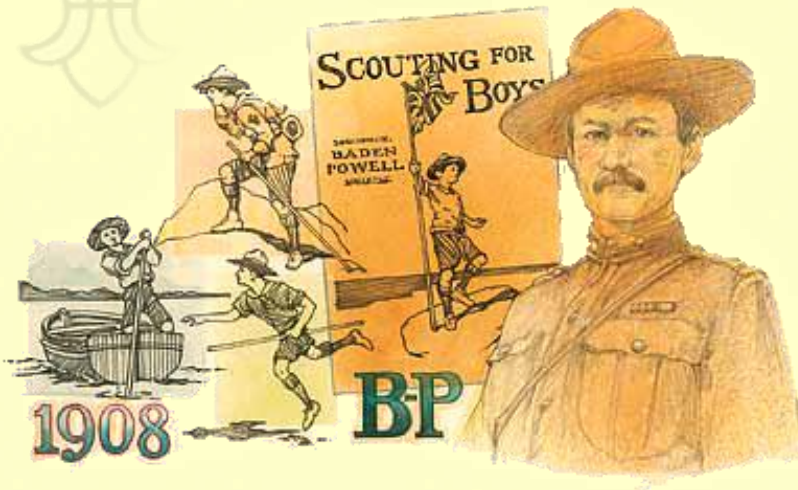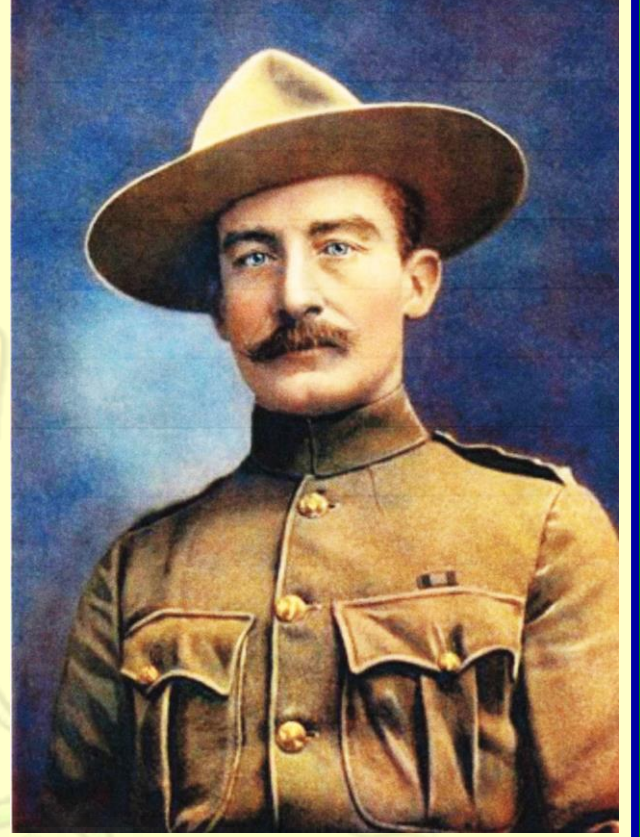
হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্সটিটিউশন-এ স্কাউটিং

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে স্কাউট আন্দোলন বিস্তার ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষের প্রথম বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়েছে ১৯২২ সালে এবং রামকৃষ্ণ বিবেকান্নন্দ আশ্রমের তরুণ কর্মীদের মানুষ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের নির্দেশনায় আজও এই কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গৌরবময় স্থান লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বিদ্যালয় কতৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্কাউটিং'এর প্রবর্তন বিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ছাত্রদের মধ্যে সেবা ধর্ম ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সেই কারণে ১৯২৮ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ে স্কাউটিংএর পথ চলা শুরু। বিবেকানন্দের "BE AND MAKE" বাণী এবং স্কাউটিংএর মটো "BE PREPARED" ছাত্রমানসে পৌঁছে দিতে ব্রতী হয়েছিলেন ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য ও মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে সেই ধারা আজও অব্যাহত। ১৯৯০ সালের ২৮ সে জানুয়ারি বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উৎসবের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক শ্রীব্রজমোহন মজুমদার। পৌরোহিত্য করেন সহ প্রধান শিক্ষক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাউ। ৬০ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুল পরিচালন সমিতির সহ সভাপতি শ্রী প্রফুল্ল কুমার রায় মহাশয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ২৫সে ডিসেম্বর গ্র্যান্ড র‍্যালি তে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিমাই সাধন বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন স্কাউট শঙ্করী প্রসাদ বসু প্রমুখ। স্কাউট গ্রূপের প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষ যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ২৪-২৭ ডিসেম্বর, ২০০৫। চার দিনের এই ক্যাম্পপুরি তে হাওড়া জেলার ৫০০ স্কাউট গাইডের সমাবেশ হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, স্কাউট শঙ্করী প্রসাদ বসু, মাননীয় শ্যামল কুমার বিশ্বাস, স্টেট চিফ কমিশনার, ভারত স্কাউটস ও গাইডস পঃব ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান আলোকিত করেন মাননীয় দেবাদিৎত চক্রবর্তী, আই এ এস, ষ্টেট কমিশনার স্কাউট , ভারত স্কাউটস ও গাইডস পঃব, প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি শিক্ষা দপ্তর, পঃব সরকার এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পূজ্যপাদ স্বামী শিবপ্রদানন্দ, সম্পাদক উদ্বোধন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্ররাই এই স্কাউট গ্রূপের পরিচালনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন। এঁদের মধ্যে স্বর্গত অজিত কুমার সাহা, বঙ্কিম চন্দ্র দাস, পুলিন বিহারি বসু প্রমুখ দীর্ঘ দিন স্কাউট গ্রপের সেবা করেছেন। ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতি বৎসর স্কাউটদের শিক্ষামূলক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া স্কাউটরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে।

বিদ্যালয়ের শতবর্ষের অনুষ্ঠান পালিত হবে ২০২১ সালে আর স্কাউট গ্রুপের শতবর্ষ ২০২৭ সালে। আমরা দুটি উৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি।

সম্পন্ন হল স্বামীজী রোভার ক্রু-র সেভ দ্য প্ল্যানেট প্রোজেক্ট

তন্ময় সেনগুপ্ত

রোভার, স্বামীজী রোভার ক্রু

পৃথিবীতে স্কাউটিং আন্দোলন এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস স্কাউটিং পরিচালনায় এবং তথাকথিত ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিতে আকর্ষন সৃষ্টি করেছে। স্কাউটিং এর দ্বারা আমরা এক নতুন শক্তি পাই। নতুন এ্যাডভেঞ্চার এবং স্বাবলম্বী হবার মন্ত্রে উজ্জীবিত হই। সম্প্রতি ভারত স্কাউটস এন্ড গাইডস, পশ্চিমবঙ্গ শাখা ও বাণিজ্যিক সংস্থা ভি-গার্ডের সহায়তায় দুইমাস ব্যাপী একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট 'SAVE THE PLANET' আয়োজন করে। এই প্রজেক্টটি মূলত SDG-13 এর ওপর অর্থাৎ CLIMATE ACTION নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার অসংখ্য গ্রুপ, ক্রু যোগদান করে। হাওড়া জেলা থেকে অন্যান্য গ্রুপ/ক্রু ছাড়াও আমাদের ক্রু অর্থাৎ স্বামীজি রোভার ক্রু এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এই প্রজেক্টে স্বামীজি রোভার ক্রু-র রোভাররা ও হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর স্কাউটরা মিলিত ভাবে কাজ করে। অব্যবহৃত প্লাস্টিকের সাহায্য বোতল প্লান্টিং, ইকো ব্রিকস, ঘরোয়া সামগ্রী ইত্যাদি জিনিস তৈরী করা হয়েছিল। আমরা EARTH HOUR পালন করেছি। EARTH HOUR এর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিশিটির অপচয় বন্ধ করার চেষ্টা করি, তার জন্য প্রতি সপ্তাহের একটি দিন একঘন্টা (রাত ৮.৩০-৯.৩০) ঘরের আলো-পাখা বন্ধ করে মোমবাতি জ্বালিয়ে কোনো অ্যাক্টিভিটি করা। বিদ্যালয়ের ছাদে সোলার প্যানেল পরিষ্কার করা হয়, যাতে তার ব্যবহার সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত চলতে থাকে।আমরা একটি ইকো-ফ্রেন্ডলি সাইকেল হাইক আয়োজন করি যার ট্যাগলাইন ছিল: SAVE YOUR FUEL TODAY, SECURE FOR TOMORROW । আমরা ১৭ জন স্কাউট ও রোভাররা মিলে সাইকেল নিয়ে গিয়েছিলাম পড়শি জেলা হুগলীর কোন্নগরে। পথে আমরা বিভিন্ন জায়গায় কাগজের ব্যাগ, লিফলেট বিলি করি এবং সেই এলাকার মানুষদের বোঝানো হয় সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে প্লাস্টিকের বিকল্প পন্থা তুলে ধরতে হবে, যেহেতু প্লাস্টিকের ব্যাবহার দিকে দিকে বেড়েই চলেছে। এছাড়া আমরা প্লাস্টিকের বোতলের মধ্যে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য ভরাট করে ইকো-ব্রিকস করি যা বিদ্যালয়ের লাগোয়া বাগানের ফেন্সিং এর কাজে ব্যবহার করি। আমরা পুরনো বাইসাইকেল টায়ারে ছোট ছোট গাছ বসিয়ে বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম চত্বরে এক অভিনব উদ্যান তৈরি করেছি। এছাড়াও

আরও নানান সামগ্রী আমরা তৈরি করা হয়েছে যা দৈনন্দিনের ব্যবহার্যে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের এলাকায় কিছু জায়গায় জলের অপচয় হচ্ছে। জলের ট্যাপ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অনবরত জল বেরিয়ে যাচ্ছে যা অদূর ভবিষ্যতে জলের ঘাটতির বড়ো কারন হয়ে উঠবে। জলের অপচয় রোধে আমরা একটি পিটিশন বানাই এবং একটি লিখিত দরখাস্ত হাওড়া জেলার পৌরসভায় জমা দিই। তাঁরা আশ্বস্ত করেছেন এই ব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন ও যথার্থ ব্যবস্থা নেবেন। আমাদের এই প্রজেক্টের সাফল্য কামনা করেছেন অনেক গুণীজন বৃন্দ। বেলুড় এর মহারাজ , **উত্তরপাড়া** কোতরং পৌরসভার প্রাক্তন পৌরমাতা শ্রীমতি মিতালী বেজ, ফিফার মেডিক্যাল অফিসার ও হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর প্রাক্তন ছাত্র তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক নিশীথ রঞ্জন চৌধুরী, প্রাক্তন মোহনবাগান এর খেলোয়াড় তথা পিয়ারলেস ফুটবল দলের কোচ এবং সর্বোপরি হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন এর প্রাক্তন ছাত্র জহর দাস, বিশিষ্ট অভিনেতা পুষন দাসগুপ্ত ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ আমাদের এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। আমাদের এই প্রজেক্ট ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আর্শীবাদ ও সকল সুধীজনদের সহযোগিতায় সুসম্পন্ন করেছি এবং একটি আলাদা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

SWAMIJI ROVER CREW

ছবিঘর

অজিত কুমার সাহা স্মরণে স্কাউট র‍্যালী

স্বামীজী রোভার ক্রু-র প্রথম ক্যাম্প

মুর্শিদাবাদ গ্রুপ ক্যাম্প

সারগাছি গ্রুপ ক্যাম্প

সোনাডা গ্রুপ ক্যাম্প

লোলেগাঁও গ্রুপ ক্যাম্প

“ওঠো, জাগো এবং লক্ষে না পৌঁছান পর্যন্ত থেমো না।”

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজি রোভার ক্রুর এই উদ্দ্যোগ কে স্বাগত জানাই। এই পত্রিকা স্কাউট আন্দোলনকে শক্তিশালি করুক । ছোট গল্প, কবিতা, ছবি , ক্যাম্পের কোনো ঘটনা ও জেলা ও রাজ্যের স্কাউটের খবরাখবর এতে প্রকাশিত হোক এটাই আমি আশা করি। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক পত্রিকা আমাদের নতুন দিনের দিশারী হয়ে উঠুক। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে তাদের ধন্যবাদ জানাই।

সুমিত মুখোপাধ্যায়
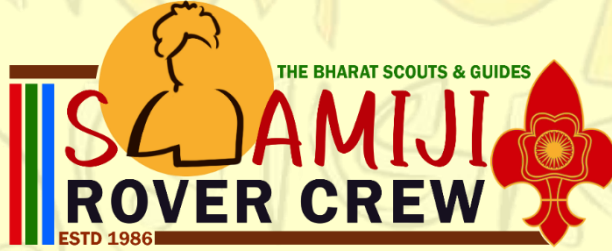
স্বামীজী রোভার ক্রু

৭/৫ গদাধর মিস্ত্রী ২য় বাই লেন, হাওড়া ৭১১১০৪

Follow us at:

https://www.facebook.com/swamijirovercrew/

https://www.instagram.com/swamiji_rover_crew/